হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ
এর প্রধান সমন্বয়কারী ও
মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ
এর কার্যালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।

[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

নং : ০৬/০৯০১২০০৯

১৭ মুহাররম, ১৪৩০ হিজরী
১৫ জানুয়ারী, ২০০৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মুসলিম শাসকদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে গাজায় গণহত্যার জবাবে অবিলম্বে মুসলিম সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণ করা

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ আজ ১৫ জানুয়ারী, ২০০৯ বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:৩০ মিনিটে জাতীয় প্রেস ক্লাব-এর কন্‌ফারেন্স রুমে **"ফিলিস্তিন – নির্বিকার ও প্রতারক মুসলিম শাসকরা : মুক্তি কোন পথে?"** শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। যুগ্ম সমন্বয়কারী কাজী মোরশেদুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র অধ্যাপক মহিউদ্দীন আহমেদ এবং প্রচার ও মিডিয়া সচিব মুস্তাফা মিনহাজ। এছাড়া উক্ত সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মাওলানা মামূনুর রশীদ (গণসংযোগ সচিব) ও মাওলানা আব্দুল রাকিব খান (সিনিয়র সদস্য)।

মুস্তাফা মিনহাজ তার বক্তব্যে বলেন, "গত পঞ্চাশ বছরে সত্যিকার অর্থে ইসরাইল রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম সেনাবাহিনীর কোন যুদ্ধ ঘটেনি। প্রতারক বিশ্বাসঘাতক মুসলিম শাষকদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ইরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে টিকে আছে। মুসলিম শাসকেরা আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে ইসরাইল অপ্রতিরোধ্য শক্তি। অথচ ১৯৪৮ সাথে তৎকালীন ট্রান্স-জর্ডানের বাদশাহ্‌ আব্দুল্লাহ ইসরাইলকে তার বাল্যবন্ধু বেন-গুরিয়ন (ইসরাইলের প্রথম প্রধান মন্ত্রী)-এর হাতে তুলে দিয়েছেন। মিসরের বাদশাহ ফারুক এবং ফিলিস্তিনের গ্র্যান্ড মুফতি এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিলেন। ১৯৫৬ সালে মিসরের জমাল আবদেল নাসের বিজয়ী অবস্থায় থেকেও সন্ধি করেছেন। ১৯৬৭ সালে জর্ডান তার ওয়েষ্ট ব্যাংক এবং সিরিয়া গোলান হাইটস বিনা যুদ্ধে ইসরাইলের হাতে তুলে দেয়। গোলান হাইট্‌সে অবস্থানরত থেকে সিরিয়ার সেনাবাহিনী জাতীয় বেতারে শুনতে পায় যে, গোলান হাইট্‌স দখল হয়ে গেছে। পরবর্তীতে তাদেরকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়। এমনকি ১৯৭৩ সালেও সিরিয়া ও মিসর সমঝোতার ভিত্তিতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসে।

বর্তমানে অবরুদ্ধ গাজায় আক্রমণের পূর্বে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জিপি লিভনি হোসনে মোবারকের সাথে দেখা করে তা নিস্ক্রীয়তা নিশ্চিত করেন। ইসরাইল তার জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এই যুদ্ধ বাধিয়েছে। ক্ষমতাসীন কাদিমা পার্টি লেবাননের হিযবুল্লাহর কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। সেই জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় এই যুদ্ধ তারা বাধিয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "যে শান্তি প্রক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে তা কোনও মুসলিমই মেনে নিতে পারে না। এর মূলত চারটি কারণ রয়েছে। প্রথমত এই শান্তি প্রক্রিয়া মুসলিমদের ঈমান- আক্বীদা পরিপন্থি। এতে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়ার কথা বলা হয়েছে যার মাধ্যমে মুসলিমদের প্রথম কিবলা মসজিদুল আল-আকসা ইসরালের হাতে চলে যাবে। দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে ইসরায়েল মুসলিম বিশ্বের সবগুলো দেশে ঢুকে খবরদারি ও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করবে। তৃতীয়ত: অর্থনৈতিকভাবে এতে মুসলিমরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চতূর্থতঃ সামরিক দিক থেকেও এতে মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা এতে বলা হয়েছে যে ভারী অস্ত্র তৈরীর কারখানা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইসরায়েলে স্থাপিত করা হবে।

গাজায় হত্যাযজ্ঞের একমাত্র সমাধান হচ্ছে সামরিক অভিযান যা একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রের মধ্যমেই সম্ভব।"

গত ২৭ শে ডিসেম্বর, ২০০৮ শনিবার বিকেল থেকে অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল গাজায় হঠাৎ করে অনবরত নৃশংসভাবে বোমা বর্ষণ শুরু করে। গাজার অধিবাসীরা এই হিংস্র আক্রমণ মোকাবেলা করছে বুকে অদম্য সাহস নিয়ে আর কাঁধে লাশ বহন করে – যা কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। গুরুতর আহত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। যেহেতু মুসলিম শাসকগোষ্ঠি আমাদের সশস্ত্রবাহিনী ও যুদ্ধবিমানগুলোকে বানিয়েছে সাজসজ্জার উপকরণ মাত্র, তাই ইহুদী যুদ্ধবিমানগুলো উড়ে বিনা বাধায়, ভীত সন্ত্রস্ত নিরীহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ ও তাদের সম্পদের উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে।

~~মুসলিম শাসকগোষ্ঠী ফিলিস্তিন ইস্যুকে একটি ইসলামিক ইস্যুর পরিবর্তে একটি ফিলিস্তিন-আরব ইস্যুতে পরিণত~~ করেছে। এখন তারা তথাকথিত নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছে, এমনকি শত্রুর পক্ষ নিয়েছে; ফলে তারা শত্রুর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেখছে গাজায় এই বর্বর গণহত্যা। এরা নিজেদের যুদ্ধ বিমানগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আর গাজায়

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ এর প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ এর কার্যালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।

[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

নিহত ও আহতদের সংখ্যা গণনা করে। তারা এসব ঘটনাবলীর শুধু নিন্দা জানায়। এই সমস্ত শাসকেরা প্রকাশ্যে অথবা নিরবে গাজার উপর আরোপিত অবরোধে সহযোগিতা করেছিল আর এখন তারা দুঃখ প্রকাশ করছে ও নিন্দা জানাচ্ছে। এইসব শাসকদের কোন লজ্জা নেই। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, তাঁর রাসূল (সাঃ) বা মুসলিমদের সামনে তারা নির্লজ্জ। গাজার অধিবাসীরা যেন বাঁচতে না পারে, এটাই তারা চায়। তাই জীবন বাঁচানোর জন্য যখন গাজার মানুষেরা সীমান্ত অতিক্রম করতে চেয়েছে, তখন প্রথমে তারা সীমান্ত খুলে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা সীমান্ত খুলে দিতে বাধ্য হয়। এখন তারা গাজায় বর্বর হত্যাকান্ডের হিসাব নেয়ার জন্য ও উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য মিটিং ডাকছে। এইসব শাসকেরা এখন শীর্ষ বৈঠক করছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনা করছে, আরব লীগের সম্মেলন করছে – ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রতিটি গণহত্যার পর এটা তাদের গৎবাঁধা নিয়ম। তারা মিটিং করে, খায়, পান করে, কিছু বক্তব্য দেয় – এটাই এই সমস্ত শয়তানের অনুচরদের 'সর্বোচ্চ' প্রচেষ্টা! কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তারা সকল মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ পরিত্যাগ করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের সামনে হাত জোড় করে দাড়ায়। যেসব দেশ ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে ইহুদী রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে এবং তার নৃশংসতাকে সমর্থন দিচ্ছে, সেসব দেশগুলোর কাছে গিয়ে মুসলিম শাসকরা ফিলিস্তিন ও তার অধিবাসীদের উদ্ধার করার জন্য দয়া ভিক্ষা করছে।

মুস্তাফা মিনহাজ আরো বলেন, গাজা গণহত্যার একমাত্র উপযুক্ত জবাব অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট – এর জন্য কোন শীর্ষ বৈঠক বা সম্মেলনের প্রয়োজন নেই। যেসব দেশ এই অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে আর শক্তি যুগিয়েছে তাদের কোন সভার কোন সিদ্ধান্তের মধ্যে এই জবাব থাকবে না। বরং সত্যিকারের জবাব হচ্ছে একমাত্র এবং শুধুমাত্র সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দেয়া এবং এতে সকল সক্ষম ব্যক্তিকে অর্ন্তভূক্ত করা। এটা ছাড়া আর কোন সঠিক ও উপযুক্ত জবাব হতে পারে না।

মহিউদ্দীন আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, একটি নিয়মিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিয়মিত সেনাবাহিনীই লড়াই করতে পারে। এটা সবার কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার যে বর্তমান মুসলিম শাসকগোষ্ঠী, যারা মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিবর্তে ইসরাইলকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে, তারা কখনো মুসলিম সেনাবাহনীকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করবে না। তারা কখনোই ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার পদক্ষেপ নিবেনা। এই দায়িত্ব নিবে খিলাফত সরকার - খলিফা ইসরাইলের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের আদেশ দিবে, ইসরাইলের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করবে। যদি কেউ ইসরাইলের সথে শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের শক্তির তুলনামূলক চিত্র দেখে, তবেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে ইসরাইল আশেপাশের মুসলিম দেশসমূহের কতটা উপর নির্ভরশীল। ইসরাইলের জনসংখ্যা ৭১ লাখ মাত্র, যেখানে শুধু মধ্যপ্রাচ্যের জনসংখ্যা ৪৩ কোটি। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রতিটি ইসরাইলী সৈন্যের বিপরীতে মধ্যপ্রাচ্যে ৬৮ জন মুসলিম সৈনিক রয়েছে। আর ইসরাইলের বার্ষিক সামরিক বাজেটের বিপরীতে ১৭ গুণ সামরিক বাজেট মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর। এক মিসরের জনসংখ্যাই ৮ কোটি, যার রয়েছে সাড়ে তিন কোটি যুদ্ধে সক্ষম মানুষ। মিশরের ২২০টি এফ-১৬ ফাইটার জেটই যথেষ্ট ইসরাইলের জন্য। আর অর্থনৈতিক অবরোধ তথা সাগর, ভূমি ও আকাশপথে অবরোধ আরোপ করলে ভূমধ্যসাগরে ঝাঁপ দেয়া ছাড়া সন্ত্রাসী ইসরাইলীদের আর কোন উপায় থাকবেনা। ইসরাইলের ৯৮ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পাদিত হয় সাগর পথে। মিশর, সিরিয়া ও তুরস্ক খুব সহজেই ভূমধ্যসাগরে ইসরাইলের সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে পারে। ইসরাইল ৯০ শতাংশ তেল আমদানী করে ট্যাংকারের মাধ্যমে। রাশিয়া থেকে আমদানীকৃত তেল তুরস্কের বসফরাস প্রণালী হয়ে আসে আর মিশরের তেল আকাবা উপসাগর দিয়ে আসে - যা যথাক্রমে তুরস্ক এবং মিশর ও সৌদী আরব বন্ধ করে দিতে পারে অতি সহজেই। ইসরাইলকে মিশর প্রতি বছর ১.৭ থেকে ৩ বিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস সরবরাহ করে আর তুরস্ক প্রতি বছর ৫০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার খাবার পানি সরবরাহ করে। এই সব বন্ধ করে দিলেই ইসরাইল নামক অবৈধ রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্বই থাকেনা। একইভাবে ভূমি ও আকাশ পথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের উপর নির্ভরশীল।

মহিউদ্দীন আহমেদ আরো বলেন, আজকের প্রেক্ষপটে এটা স্পষ্ট যে যুদ্ধ এবং কেবলমাত্র যুদ্ধই গাজার অধিবাসীদের সাহায্য করতে পারে। আর এটাই এই নির্বিচার গণহত্যার একমাত্র সঠিক জবাব। এটাই গাজার অধিবাসীদের মুক্তি দিতে পারবে অবরোধ থেকে। গাজায় গণহত্যার জবাবে মুসলিম সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণ করা মুসলিম শাসকদের উপর দায়িত্ব। তিনি আরো বলেন, যে আসন্ন খিলাফত সরকার অবশ্যই এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিবে। আর রাসূল (সাঃ) এক হাদীসে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন যে আসন্ন খিলাফতের রাজধানী হবে জেরুজালেম।

Mohiuddin Ahmed
Chief Coordinator & Spokesperson
Hizb ut-Tahrir Bangladesh

প্রেরণকারী

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন , ঢাকা-১০০০।
Mohiuddin.ahmed.iba@gmail.com

ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪
www.khilafat.org

মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২
www.hizb-ut-tahrir.info